দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
NOV. 23

হরিয়ানায় সড়ক দুর্ঘটনায় জাবির অধ্যাপিকাসহ হত ২, গুরুতর আহত ৭

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের কার্নালে এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম (৪৫)সহ দু'জন নিহত এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর। দিল্লী থেকে সিমলা যাওয়ার পথে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষা সফর দল এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে তিনটায় তাদের বহনকারী তিনটি জীপের একটি জীপকে মালবাহী লরি ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা

অধ্যাপিকা হোসনে আরা

(৪-এর পাতায় দেখুন)

হরিয়ানায়

(প্রথম পাতার পর)

ঘটে। পরে হাসপাতালে নেয়ার পথে অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম মারা যান। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত কাজী আফরীন জাহান জুলি (জাসদ নেতা মরহুম কাজী আরেফের কন্যা), শামীমা ইয়াসমিন মুন্নী, নাজনীন খান নূপুর এবং রাঙ্গামাটির ডেনেব দেওয়ান সুমনকে চন্ডিগড় হাসপাতালে, প্রাণতোষ কৃষ্ণাকে কার্নাল সিভিল হাসপাতালে এবং উম্মা হাবিবা ও মিথিলা তালুকদারকে কার্নাল টেগোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত ১৩ নবেম্বর অধ্যাপক হোসনে আরা বেগমের নেতৃত্বে ২২ জনের একটি দল শিক্ষাসফরে ভারতে যাত্রা করে বলে জানা গেছে।

দিল্লী থেকে শর্মিষ্ঠা রায় জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর ঢাকা থেকে খবর পেয়ে দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের হালিমুজ্জামান ও শাহাদত হোসেন অকুস্থলে গেছেন। শাহাদত হোসেন বলেছেন, সোমবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিহতের লাশ বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। চন্ডিগড় প্রশাসন থেকেও এ ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। কার্নাল জায়গাটি কুরুক্ষেত্রের কাছে। দুর্ঘটনায় ভাড়া করা একটি জীপের আরোহীরা হতাহত হয়। অন্যরা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলমগীর স্বপন জানান, দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়ার জন্য উপাচার্যের বাসভবনে ভিড় করে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হককে সত্বর ঘটনাস্থলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি আজ শনিবারই চন্ডিগরের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জসীমউদ্দিন আহমদ শুক্রবার দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন ও কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশন অফিসে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করে ঘটনা সম্পর্কে তাদের অবহিত করে ব্যবস্থা নিতে বলেন । দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন নিহত অধ্যাপকের লাশ দ্রুত দেশে পাঠানো এবং আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইতোমধ্যে অকুস্থলে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। উপাচার্য বাকি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সর্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন।

জানা গেছে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এই শিক্ষা সফর ছিল ১৫ দিনের। ভারতের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দলটি দিল্লী থেকে ঘটনার দিন সিমলা যাচ্ছিল। শিক্ষা সফর দলটিকে বহনকারী তিনটি জীপের একটি দুর্ঘটনায় পড়ে। বাকি দুটির শিক্ষার্থীরা অক্ষত থাকলেও তারা দূরদেশে আকস্মিক দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা সামলে নিতে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। শিক্ষা সফররত শিক্ষার্থী আহমেদ শরীফ সানি শুক্রবার ভোর ছয়টায় এ ঘটনা ঢাকায় ফোন করে জানায় বলে জানা গেছে। এদিকে, দুর্ঘটনায় আহত কাজী আফরীন জাহান জুলির মা রওশন জাহান সাথী ঐ হাসপাতালে ফোন করে আহতদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন বলে জানান।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জসীমউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, হাইকমিশনের লোক ইতোমধ্যে অকুস্থলে পৌঁছেছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। হাসপাতালে আহতরা ভালভাবেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। হরিয়ানা সরকারী হাসপাতালে হোসনে আরা বেগমের লাশের পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মরহুমার একমাত্র ছেলে এবার এইচএসসি পাস করেছে। শিক্ষা সফর শেষে তাদের আগামী ২৮ নবেম্বর দেশে ফেরার কথা ছিল।

শোক প্রকাশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জসীমউদ্দিন আহমদ, উপউপাচার্য অধ্যাপক এম ইমামউদ্দিন, ট্রেজারার অধ্যাপক এবিএম এনায়েত হোসেন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আমীন মুহম্মদ আলী, শামসুল আলম, প্রফেসর মোজাম্মেল হক হোসনে আরা বেগমের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।